ইউনিট ১১

আখিরাত জীবন

ভূমিকা

আখিরাত দ্বারা পারলৌকিক জীবনকে বুঝায়। আখিরাতের বিপরীত দুনিয়া বা ইহলৌকিক জীবন। দুনিয়ার জীবনই মানবজীবনের শেষ নয়; বরং মৃত্যুর পারও রয়েছে মানুষের জন্য এক অনন্ত জীবন। যেখানে মানুষকে তার দুনিয়ার জীবনে কৃত ভাল ও মন্দ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব-নিকেশ দিতে হবে। বিচারের পর পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত এবং পাপীরা শাস্তি স্বরূপ জাহান্নাম লাভ করবে। মানবাত্মা অমর-অনন্ত। মৃত্যু তার শেষ পরিণতি নয়। মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথেই তার সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যায় না। মৃত ব্যক্তি আমাদের চোখের আড়ালে চলে যায়। তার আরেক নতুন জীবন শুরু হয়। এ জীবন চিরন্তন জীবন। এটাই মানুষের প্রকৃত জীবন। মৃত্যুর এ পরবর্তী জীবনের নামই আখিরাত বা পরকাল।

এই ইউনিটের পাঠ গুলো-

পাঠ-১ : আখিরাত জীবন

পাঠ-২ : বেহেশত

পাঠ-৩ : দোযখ

আখিরাত জীবন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- আখিরাত জীবনের পরিচয় দিতে পারবেন।
- আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

১.১ আখিরাতের পরিচয়

আখিরাত শব্দটি আখির শব্দ হতে আগত। এর আক্ষরিক অর্থ– শেষ, পরে, পরবর্তী, পর জীবন, শেষ পরিণতি, পরিণাম, শেষ ফল; দ্বিতীয় আলম, কিয়ামত ইত্যাদি।

ইসলামী পরিভাষায় আখিরাত হচ্ছে– মৃত্যুর পর হতে মানুষের যে অনন্ত জীবন-কাল আরম্ভ হয়, তাকে আখিরাত বলে। অতএব, আখিরাত অর্থ পরকাল বা পারলৌকিক জীবন। মৃত্যু তার শেষ পরিণতি নয়। মানুষ মৃত্যুবরণ করলেই তার জীবন একেবারে শেষ হয়ে যায় না, বরং মৃত ব্যক্তি আমাদের চক্ষুর অন্তরালে চলে যায় এবং তার আরেক নতুন জীবন আরম্ভ হয়। এটাই প্রকৃত জীবন এবং চিরস্থায়ী, চির শাশ্বত জীবন। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের নামই আখিরাত বা পরকাল।

ইহকালই মানব জীবনের শেষ নয় বরং মৃত্যুর পরও রয়েছে মানুষের জন্য এক অনন্ত জীবন, যেখানে মানুষকে তার পার্থিব জীবনের ভাল ও মন্দ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব দিতে হবে এবং সঠিক বিচারে পর জান্নাতী বা জাহান্নামী হয়ে তার যথাযথ ফলাফল ভোগ করতে হবে এটাই হলো আখিরাত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জাহান্নামের আযাব হতে নাজাত এবং জান্নাতের অনন্ত সুখ ও অনাবিল শান্তি লাভের মধ্যেই মানব জীবনের প্রকৃত সাফল্য নিহিত। আখিরাত সম্পর্কে ইসলামী আকীদা এটাই। নিম্নে এ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হল:

১.২ আখিরাত জীবনের দু'পর্ব :

আলমে আখিরাতকে দু'টি পর্ব বা পর্যায়ে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা-

(ক) আলমে বরযাখ : মৃত্যু হতে কিয়ামত পর্যন্ত প্রথম পর্যায়। এ পর্যায় বা পর্বের নাম 'আলমে বরযাখ'। 'বরযাখ' অর্থ ব্যবধান। দুটো বস্তুর মধ্যবর্তী সীমারেখা বা পর্দা। মানুষের ইহ-জীবনের ও কিয়ামতের মধ্যবর্তী যে জগত লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে, তাকেই আলমে বরযাখ বা মধ্যবর্তী জগত বলা হয়। মানুষের মৃত্যুর পর হতে কিয়ামত বা পুণরুত্থান দিবস পর্যন্ত এ সময় কাল। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন : "আর তাদের পশ্চাতে পুণরুত্থান দিবস পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মধ্যবর্তী জীবন রয়েছে।"

(খ) আলমে হাশর : কিয়ামত হতে অনন্তকাল ব্যাপী দ্বিতীয় পর্ব। এর নাম আলমে হাশর। আলমে হাশরের আরম্ভ আছে কিন্তু শেষ নেই। ইহা অনন্তকালব্যাপী চলতে থাকবে।

১.৩ আখিরাত সম্পর্কে বিশ্বাসসমূহ

প্রথমত: আখিরাতের অনন্ত জীবনের তুলনায় পার্থিব জীবন একটি খেলাঘরের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। এ প্রসংগে আল্লাহর ঘোষণা : "এই পার্থিব জীবন খেল-তামাসা ছাড়া আর কিছুই নয়- পরকালিন জীবনই হলো প্রকৃত জীবন।"

তবে এ ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন অনর্থক নয়। কেননা, এটাই আখিরাতের অনন্ত জীবনের জন্যে পাথেয় সঞ্চয়ের সময়। মহানবী (সা) এ মর্মে বলেন : "পার্থিব জীবন হচ্ছে পরকালের ক্ষেত্রে স্বরূপ।" বান্দা এখানে যেমন বীজ বপণ করবে, পরকালে তেমন ফল পাবে। দুনিয়াতে যেরূপ কাজ করবে, আখিরাতে তেমন ফল ভোগ করবে।

দ্বিতীয়তঃ ঈমান বিল আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস ইসলামী জীবন দর্শনের অন্যতম মৌলিক আকীদা। প্রত্যেকটি ভাল কাজে তাকে পুরস্কার এবং প্রত্যেকটি মন্দকাজের জন্য শাস্তি দেয়া হবে। এ বিশ্বাস মানবের নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে থাকে। যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে, তারা আল্লাহর নিকট হতে 'আলমে বরযাখে' পুরস্কৃত হবে।

তৃতীয়তঃ আর যারা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং সৎকাজ সম্পাদন করে না, তারা আলমে বরযাখে তথা 'করবে' ও পরকালে জাহান্নামের অবর্ণনীয় শাস্তি ভোগ করবে। মহান আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন : "অতি শীঘ্রই আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দান করবো। অতঃপর তাদেরকে ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় শাস্তির প্রতি নিয়ে যাওয়া হবে।" এখানে দু'বার শাস্তি প্রদান দ্বারা একটি আলমে বরযাখে, অপরটি কিয়ামতের বিচারের পরের শাস্তির কথা বোঝানো হয়েছে। হিসাব-নিকাশের পর আল্লাহর অনুগত নেক বান্দাদের অনন্ত সুখ ও প্রশান্তির চিরস্থায়ী জীবনের জন্য আল্লাহ তা'আলা অফুরন্ত নিয়ামতে সুসজ্জিত আবাসস্থল প্রস্তুত করে রেখেছেন, তাকে বেহেশত বা জান্নাত বলা হয়।

চতুর্থত: আখিরাত জীবনের ঘটনাবলী মানব জ্ঞানের বহির্ভূত। বৈজ্ঞানিক-গবেষণা, দার্শনিকের চিন্তা-ভাবনা, কবির কল্পনা এবং তাপসদের ধ্যান-সাধনা দ্বারা পারলৌকি জীবন বোধ সম্বন্ধে আবিষ্কার করা যায় না। মৃত্যুর যবনিকার ওপারে কী রয়েছে তা দেখার মত মানুষের চোখ নেই, বিচার-বিশ্লেষণ করার মত বুদ্ধি নেই। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে এ সম্পর্কে মানব জাতির কাছে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন- তাই মানবকে বিশ্বাস করতে হবে। একমাত্র ওহীজ্ঞান মাধ্যম ছাড়া অন্যকোন উপায়ে আখিরাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ব্যবস্থা নেই।

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

১. ঈমানের অঙ্গ

আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখা ইসলামের মৌলিক আকীদাসমূহের অন্যতম। এ আকীদা ব্যতিরেকে ঈমান বিশুদ্ধ হয় না। তাই আখিরাতে বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ। মু'মিন-মুত্তাকীদের পরিচয় দিয়ে আল্লাহ বলেন-

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

"তারা আখিরাতেও দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।" (সূরা বাকারা : ৪)

আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া তাওহীদ, রিসালাত ও কিতাবে বিশ্বাস করা হয় না। সুতরাং মু'মিন হওয়ার জন্য আখিরাতে বিশ্বাস অপরিহার্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন- "পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। কিন্তু কল্যাণ আছে আল্লাহ, আখিরাত ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ এবং নবীগণের ওপর ঈমান আনায়নের মধ্যে।" (সূরা বাকারা : ১৭৭)

আখিরাতে বিশ্বাস না করা ভীষণভাবে পথ ভ্রষ্টতার শামিল। মুক্তির পথ তার জন্য চিরতরে বন্ধ। আল্লাহ বলেন-

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

"আর কেউ যদি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসূলগণ এবং আখিরাতকে অবিশ্বাস করে; তবে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।" (৪:১৩৬)

ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও আদর্শের ওপর নিজেকে সুদৃঢ় রাখার জন্যও আখিরাতের ওপর ঈমান রাখা অপরিহার্য। কারণ, মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন শুরু হবে এবং সে জীবনে পুরস্কার কিংবা তিরস্কার; সফলতা কিংবা ব্যর্থতা কাজ কর্মের উপর নির্ভরশীল। এ বিশ্বাসই মানুষকে ইহলোকে সত্যের অনুসরণ করার প্রেরণা যোগায়। কাজেই তাওহীদ, রিসালাতে বিশ্বাস যথার্থ রাখার প্রয়োজনেও আখিরাতের প্রতি ঈমান একান্ত আবশ্যক।

২. সত্যের প্রতি আনুগত্য জন্ম দেয়

আখিরাতের প্রতি ঈমান মানব মনে সত্যের প্রতি আনুগত্য ও অসত্যের প্রতি বিরাগ জন্ম দেয়। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ

"এক ইলাহ তিনিই তোমাদের ইলাহ। সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্য বিমুখ এবং তারা অহংকারী।" (১৬ : ২২)

৩. দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তোলে

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলে। আল্লাহ বলেন-

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

"সেদিন প্রত্যেক নিয়ামতের ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (তাকাসুর)

প্রতিটি কাজের হিসেব আখিরাতে দিতে হবে। এই অনুভূতিতে মানুষের মধ্যে প্রতিটি কাজের ব্যাপারে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে।

৪. সৎকর্মশীল বানায়

আখিরাতে প্রতিটি ভাল-মন্দ কাজের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ বিশ্বাসে মানুষ অসৎ ও অন্যায় কাজ পরিহার করে সৎ ও ন্যায় কাজে আত্মনিয়োগ করে। মানুষ নিজেকে সৎকর্মশীল হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়।

৫. চরিত্র উন্নত হয়

আখিরাতে বিশ্বাসের ফলে মানুষের চরিত্র উন্নত হয়। ইহজীবনের আমল সম্বন্ধে সে সতর্ক হয়। পরকালে মন্দ কাজের শাস্তির ভয়ে এবং ভাল কাজের পুরস্কারের আশায় মানুষ নিজের কর্মজীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলে।

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। এখানকার রং-তামাশা, ভোগ-বিলাস ও লোভ-লালসা সবই অস্থায়ী। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে এ পার্থিব মোহ থেকে দূরে রাখে। সে সুন্দর ও পরিমিত জীবন গড়ে তোলে।

৬. দুনিয়া আখিরাতের ক্ষেত্র স্বরূপ :

মহানবী (স) বলেন-

اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَة

"দুনিয়া আখিরাতের ক্ষেত্র স্বরূপ।"

অর্থাৎ ইহকালে ভাল কাজ করলে পরকালে পুরস্কার পাবে। আর মন্দ কাজ-করলে পাবে শাস্তি।

পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী-নশ্বর। এখানকার সফলতা প্রকৃত সফলতা নয়। আখিরাতের জীবন অনন্ত-অশেষ। কাজেই পরকালের সাফল্যই প্রকৃত সফলতা। আখিরাতের বিফলতাই চরম বিফলতা। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাসের প্রভাব মানব জীবনে অপরিসীম। এ বিশ্বাস মানব জীবনকে দায়িত্বশীল, সতর্ক, কলুষমুক্ত ও সুন্দর করে গড়ে তোলে।

সার-সংক্ষেপ

পার্থিব জীবনে মানুষের কৃত-কমের যথাযথ পরিপূর্ণ ফলভোগ করার জন্য একটি অনন্ত জীবন প্রয়োজন। আর সেটাই হচ্ছে আখিরাত। আখিরাত সম্পর্কে বিশ্বাস মানুষকে গড়ে তোলে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহির অনুভূতিশীল মানুষে। মানব জীবনের তিনটি পর্যায় হচ্ছে- আলমে আরওয়াহ (বা আত্মিক জগত), আলমে দুনিয়া (বা পার্থিব জগত) ও আলমে আখিরাত পার্থিব জগতের শেষে অর্থাৎ মানবের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন থেকে শুরু হয় আখিরাতের অনন্ত জীবন। আর সেটা মানুষের প্রকৃত জীবন। অতএব, আল্লাহ, রাসূল, কিতাব, ফেরেশতা প্রভৃতির ওপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে আখিরাত বা পরকালিন জীবনের প্রতি বিশ্বাস বা ঈমান গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানদের একান্ত অপরিহার্য। এটা ইসলামী আকীদার মৌলিক বিশ্বাস। তাই আমাদের আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটি বেছে নিন।

১. আখিরাতের আক্ষরিক অর্থ শেষ/ প্রথম/ মধ্যম।
২. মানবাত্মা অমর / নশ্বর / ক্ষণভঙ্গুর।
৩. মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার জীবন একেবারে শেষ হয়ে যায় / যায় না/ পচে যায়।
৪. মৃত ব্যক্তি আমাদের চক্ষুর অন্তরালে চলে যায় / ছেড়ে চলে যায় / পচে গলে শেষ হয়ে যায়।
৫. মৃত্যুর পর শুরু হয় আরেক নতুন জীবন / আযাব / করবের শাস্তি।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আখিরাত জীবনের পরিচয় দিন।
২. আখিরাত জীবনের কয়টি পর্ব ও কী কী?
৩. আখিরাত সম্পর্কে বিশ্বাসমূহ কী কী?
৪. "আখিরাত বিশ্বাস ঈমানের অঙ্গ"- এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।
৫. "আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দায়িত্বশীল হিসেবে গড়ে তোলে"- বিশ্লেষণ করুন।
৬. আখিরাত জীবনে বিশ্বাসের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখুন।

পাঠ ২ বেহেশত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বেহেশতের পরিচয় দিতে পারবেন
- বেহেশতের সুখ শান্তি বর্ণনা করতে পারবেন।

২.১ বেহেশত কী?

বেহেশত ফারসি শব্দ। আরবীতে একে বলা হয় জান্নাত। আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– পু□*দ্যান*, বাগান, বাগিচা, গুলশান। বাংলা ভাষায় জান্নাতকে বলা হয় স্বর্গ।

ইসলামের পরিভাষায় জান্নাতের সংজ্ঞা হচ্ছে- পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবনের শেষে কিয়ামতের দিবসে বিচার শেষে নেক বান্দাদের পুরস্কার স্বরূপ যে অনন্ত সুখময় বাসস্থান দান করা হবে- তাই বেহেশত।

যে ব্যক্তি মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী ও তাঁরই রাসূলের প্রদর্শিত পথে জীবন-যাপন করেছে, তাকে অনন্ত জীবনের জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা পুরস্কার স্বরূপ পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আবাস জান্নাত বা বেহেশত দান করবেন। এ মর্মে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন:

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

"যে ব্যক্তি তার প্রভুর সম্মুখে হিসেবের জন্য দাঁড়াবার ভয় করে এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব হতে নিজকে বিরত রাখে, বেহেশত-ই তার একমাত্র আশ্রয় স্থল।"

২.২ বেহেশতের সংখ্যা/স্তর

বেহেশতের নায-নিয়ামত এবং বেহেশতীদের পজিশন অনুসারে বেহেশতের আটটি স্তর রয়েছে।

স্তর আটটির নাম হচ্ছে-

প্রথম স্তর : জান্নাতুল ফিরদাউস,
দ্বিতীয় স্তর : দারুল মাকাম,
তৃতীয় স্তর : দারুল কারার,
চতুর্থ স্তর : দারুস সালাম,
পঞ্চম স্তর : জান্নাতুল মাওয়া,
ষষ্ঠ স্তর : দারুন নাঈম,
সপ্তম স্তর : দারুল খুলদ ও
অষ্টম স্তর : জান্নাতু আদন।

২.৩ বেহেশতে অবস্থান

বেহেশতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের বেহেশত হল "জান্নাতুল ফিরদাউস" এবং সর্বনিম্ন হল "জান্নাতু আদন"। সওয়াব ও পুণ্যের তারতম্য অনুসারে বেহেশতবাসীগণ বিভিন্ন স্তরের বেহেশতে অবস্থান করবে। বিচারে যারা প্রথম স্তরের সৎ কর্মশীল বলে বিবেচিত হবে তারা সংগে সংগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। কিন্তু যারা ঈমানদার হওয়া সত্ত্বেও পাপী বলে সাব্যস্ত হবে তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। তারা নিজেদের পাপ অনুযায়ী শাস্তিভোগের পর বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাবে। যারা একবার বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাবে তাদেরকে আর কোন সময়ই সেখান হতে বহিষ্কার করা হবে না। অনন্তকালের জন্য তারা সে পরম সুখময় জান্নাতেই অবস্থান করবে।

২.৫ বেহেশতের পরিবেশ

বেহেশত চির শান্তিময় স্থান। সেখানে রোগ-শোক, জ্বরা-মৃত্যু ও পার্থক্য থাকবেনা। বেহেশতের ভিত্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। এর ভূমি মিশকের ন্যায়, বালি কর্পুরের ন্যায় এবং তরুলতা জাফরানের ন্যায় সুগন্ধিপূর্ণ, সুশোভিত, সুসজ্জিত। এর ধারাগুলো সুগন্ধে পরিপূর্ণ। এতে দুগ্ধ, মধু, পবিত্র শরাব এবং স্বচ্ছ পানির ফোয়ারা ও স্রোতস্বিনীসমূহ সদা প্রবহমান। এতে নানা রকম সুস্বাদু ফলের সুশোভিত বাগ-বাগিচা রয়েছে। বাগানের তলদেশ দিয়ে সদা প্রবহমান ঝর্ণাধারা অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে আছে। বেহেশতের প্রাসাদসমূহ মণিমুক্তা, ইয়াকুত ও জমরুদ পাথরের তৈরী। শয্যা ও আসনসমূহ মণি-মুক্তাখচিত। প্রাসাদসমূহের মধ্যে এমন মনোরম ও মনহারিণী নয়ন বিশিষ্টা পরমা-সুন্দরী হুরগণ রয়েছে, যাদেরকে কখনও

কোন মনুষ বা জীন স্পর্শ করেনি। মুক্তার ন্যায় চির কিশোর গেলমানগণ তাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করবে। প্রত্যেক বেহেশতীর জন্য দু'টো স্বর্ণের ও দু'টো রৌপ্যের বাগান থাকবে। পার্থিব জগতের ধার্মিকা স্ত্রী ও সন্তানগণ তাদের সংগে থাকবেন। নর-নারী প্রত্যেকেই চির যৌবনা হবে কখনও বৃদ্ধ হবে না। তাদের মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না। তারা কোন সময় অসহনীয় শীত-গরম উপলব্ধি করবে না।

২.৫ বেহেশতের সুখ-শান্তি

বেহেশতের আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি কী পরিমাণে মানুষকে দেয়া হবে, তা মানুষের জ্ঞান ও কল্পনার অতীত। এ মর্মে আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে ঘোষণা করেন :

قَالَ اللهُ تَعَالٰى: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرٌ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ

"মহান আল্লাহ বলেন, আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছি- যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানব হৃদয় কল্পনা করেনি।"

বেহেশতের সুখ-শান্তি ও আনন্দ অসীম ও অফুরন্ত। এ নশ্বর জগতের সবকিছু সীমাবদ্ধ ও ক্ষয়শীল। ধন-দৌলত, সুখ-শান্তি, রূপ-যৌবন, আরাম-আয়েশ ইত্যাদি যা কিছু মানুষ পার্থিব জীবনে ভোগ-ব্যবহার করে, তা একদিন নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু পারলৌকিক জীবনের আল্লাহ মানুষকে যে নিয়ামত রাজি দান করবেন, তা সবই চিরস্থায়ী ও অফুরন্ত।

এ মর্মে আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে বলেন:

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ

"যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত ও অসীম পুরস্কার।"

বেহেশতের বর্ণনা প্রসংগে মহান আল্লাহ আরো বলেন : "মুক্তাকীদের পুরস্কার হিসেবে যে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, তার উপমা সে উদ্যানের ন্যায় যার তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত এবং যার ফল-ফলাদি চিরস্থায়ী অনন্ত।" (রাদ : ৩৫)

বেহেশতের ব্যাপকতা ও আয়তনের বিশালতা সম্পর্কে ধারণা প্রদানকল্পে মহান আল্লাহ বলেন :

سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

"তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সে জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবমান হও, যার ব্যপ্তি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সমান।" (সূরা আলে ইমরান : ১৩৩)

বেহেশত চির বসন্তের সমারোহে ভরপুর। সেখানে অসহনীয় তাপ ও শৈত্য কেউ কখনো অনুভব করবেনা। চির শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বেহেশতের আবহাওয়া বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ পাক বলেন :

لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا

"সেখানে তারা প্রখর সৌরতাপ কিংবা প্রবল শৈত্য প্রবাহ দেখতে পাবে না।" (সূরা দাহর : ১৩)

বেহেশতের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং তার ঝর্ণাধারা সমূহের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য ও অপরূপ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন :

"তাতে (জান্নাতে) রয়েছে চিরনির্মল পানির স্রোতধারা, চির সুস্বাদু দুধের প্রবাহ, অপরূপ স্বাদযুক্ত শারাবান তাহুরার ধারা এবং বিমল মধুর স্রোতস্বিনীসমূহ।" (সূরা মুহম্মদ : ১৫)

বেহেশতের পানীয়ের স্বাদ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আল্লাহ পাক বলেন :

'পূণ্যবান লোকেরা অমৃত সূধা পান করবে তা কর্পূরের সুগন্ধে ভরপুর। আর তারা যে পানীয় পান করবে তা আবার সুগন্ধ মিশ্রিত হবে।" (সূরা দাহর : ১৫-১৭)

সার-সংক্ষেপ

বেহেশতের অনন্ত সুখ-সুবিধা, ভোগ-বিলাস এবং আরাম-আয়েশের কথা মানবীয় বুদ্ধির অগম্য বিধায় আল্লাহ পাক কুরআন ও হাদীসে তার বিভিন্ন বোধগম্য উপমার দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বেহেশতের অফুরন্ত সুখ-বিলাস ও নিয়ামত রাশি এবং আরাম-আয়েশের প্রকৃতি স্বরূপ পর্থিব সুখ-বিলাস হতে যে কত বেশী ও উন্নততম, তা অকল্পনীয়। আল্লাহ আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে সে জান্নাতের নিয়ামত রাশি উপভোগ করার তাওফীক দিন। আমীন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন-

১. বেহেশত কোন ভাষায় শব্দ? এর আরবী ও বাংলা প্রতিশব্দ কী?

২. কারা বেহেশতে যাবে?

৩. বেহেশতের সংখ্যা বা স্তর কয়টি?

৪. প্রথম স্তরের বেহেশতের নাম কী?

৫. অষ্টম স্তরের বেহেশতের নাম বলুন?

৬. বেহেশতের পরিবেশ কেমন হবে?

৭. বেহেশতে কী পরিমাণ সুখ-শান্তি রয়েছে?

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বেহেশত কী? বর্ণনা দিন।

২. বেহেশতের স্তর কয়টি ও কী কী?

৩. কারা বেহেশতের অবস্থান করবেন?

৪. বেহেশতের পরিবেশ বর্ণনা করুন।

৫. বেহেশতের সুখ ও শান্তির বর্ণনা দিন।

দোযখ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- দোযখের পরিচয় দিতে পারবেন।
- দোযখের সংখ্যা বা স্তর বলতে পারবেন।
- দোযখের শাস্তির কারণ দিতে পারবেন।

৩.১ দোযখ কী?

'দোযখ' ফারসী ভাষার শব্দ, এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে 'নার' বা 'জাহান্নাম'। এর আভিধানিক অর্থ হলো- নরক, শাস্তির জায়গা, দুঃখময় স্থান। 'জাহান্নাম' ও 'নার' উভয় শব্দের আক্ষরিক অর্থ আগুন তথা নরকাগ্নি।

প্রচলিত অর্থ হচ্ছে– "শেষ বিচার দিবসে যারা পাপী, অপরাধী, নাফরমান বলে সাব্যস্ত হবে এবং যাদের গুনাহের পাল্লা ভারী হবে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য চিরদুঃখময় শাস্তির জায়গায় নিক্ষেপ করা হবে, তাকেই জাহান্নাম বা দোযখ বা নরক বলা হয়।" এ জাহান্নামী বা নারকীদের মধ্যে যারা কাফির ও মুশরিক হবে তারা অনন্ত কালের জন্যই জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তবে যাদের হৃদয়ে অণু পরিমাণ ঈমান রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে তারা পাপানুযায়ী শাস্তি ভোগ করার পর দোযখ হতে মুক্তি পেয়ে বেহেশতে যাবার অনুমতি পাবে।

ইহকালই মানব জীবনের শেষ নয় বরং মৃত্যুর পরও রয়েছে মানুষের জন্য এক অনন্ত জীবন, যেখানে মানুষকে তার পার্থিব জীবনের বাল ও মন্দ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব দিতে হবে এবং সঠিক বিচারের পর জান্নাত বা জাহান্নামরূপে এর যথাযথ ফলাফল ভোগ করতে হবে। যারা পার্থিব জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত জীবন বিধান মেনে নেয়নি বা তদানুযায়ী জীবন পরিচালনা করেনি বরং অন্যায়-অনাচার ও পাপাচারে লিপ্ত থেকেছে, পরকালিন জীবনে তাদের জন্য রয়েছে পাপানুযাযী কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা তথা দোযখ।

৩.২ দোযখের সাতটি স্তর রয়েছে। যথা-

১। জাহান্নাম, ২। হাবীয়াহ, ৩। জাহীম, ৪। সাকার, ৫। সায়ীর, ৬। হুতামাহ ৭। লাযা।

৩.৩ দোযখ কঠিন শাস্তির স্থান

যারা পার্থিব জীবনে পাপাচারে লিপ্ত হবে তারাই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। পাপী লোকদের অনন্ত জীবনের কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন–

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

"নিশ্চয়ই পাপী লোকেরা অনন্তকাল ধরে দোযখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।" (সূরা যুখরুফ : ৪৪)

দোযখবাসীদের শাস্তির কঠোরতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– "তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না।" (সূরা বাকারাহ : ৮৬)

৩.৪ দোযখের শাস্তির ভীষণতা

দোযখের অভ্যন্তরে সত্তর হাজার অগ্নি-শাস্তি উপত্যকা আছে। প্রত্যেক উপত্যকায় সত্তর হাজার বিষধর সর্প ও সত্তর হাজার বিষধর বিচ্ছু রয়েছে। এরা দোযখবাসীদেরকে অনবরত দংশন করতে থাকবে। দোযখের গভীরতা এমনই অতলান্তিক যে, মুখ হতে যদি এক খণ্ড পাথর নিক্ষেপ করা হয় এবং সত্তর বছর ধরে যদি ঐ পাথর নীচের দিকে পড়তে থকে তবুও তা জাহান্নামের তলদেশে পৌছবেনা। এমন ভীষণ আযাবের গহ্বর দোযখ।

৩.৫ দোযখবাসীদের খাদ্য-পানীয় ও পরিধেয়

দোযখে জাহান্নামীদের অগ্নির খাদ্য, অগ্নির পানীয়, অগ্নির পরিধেয়, অগ্নির বিছানা দেয়া হবে। অগ্নিতে দগ্ধ হতে হতে যখন তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়বে এবং পানি পানি বলে চিৎকার করবে তখন তাদেরকে দুর্গন্ধময় ফুটন্ত পূঁজ, পঁচা রক্ত ইত্যাদি পুঁতি-গন্ধময় পানীয় দেয়া হবে। এমন দুর্গন্ধময় পানি তাদেরকে দেয়া হবে, যার এক বিন্দু পৃথিবীতে পতিত হলে সমগ্র পৃথিবী পুঁতি-গন্ধময় হয়ে বসবাসের অযোগ্য হয়ে যেত। মহান আল্লাহ এ মর্মে বলেন– "সেথায় তারা ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত বরফ কিংবা কোন পানীয় আস্বাদন করবেনা।" তিনি আরো বলেন– তোমরা অবশ্যই আহার করবে 'যাক্কুম' (কন্টকময়) বৃক্ষ হতে এবং তা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে। আর অত্যুষ্ণ পানি তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় পান করবে।

৩.৬ দোযখের আগুনের তেজস্ক্রিয়তা

দোযখের আগুনের তেজস্ক্রিয়তা এত ভয়াবহ ও ভয়ংকর যে, পাপাসক্ত ব্যক্তিরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে তাদের দেহের মাংস অস্থি হতে খসে পড়বে। অতঃপর নতুন মাংস ও চামড়া সৃষ্টি হবে এবং পুনরায় তাদের ওপর ঐরূপ শাস্তি নিপতিত থাকবে। জাহান্নামের আগুন পৃথিবীর আগুনের চেয়ে ভীষণ তেজস্ক্রিয় হবে। মহানবী (সা) দোযখের আগুনের ভীষণ তেজস্ক্রিয়তার কথা প্রসঙ্গে বলেন : "তোমাদের এ পৃথিবীর আগুন দোযখের আগুনের একাত্তর ভাগের এক ভাগের সমান।"

৩.৭ দোযখের শাস্তি অনন্তকালীন :

পাপী লোকেরা বিশেষ করে কাফির-মুশরিকরা জাহান্নামে অনন্তকালীন কঠিন শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। তারা দোযখের অনন্তকালীন শাস্তি হতে কখনও পরিত্রাণ পাবে না। এ মর্মে মহান প্রভু ঘোষণা করেন– "দোযখবাসীরা সেখানে (দোযখে) মরবে না এবং জীবিতও থাকবে না।"

তবে যাদের হৃদয়ে বিন্দু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তারা নিজস্ব পাপের শাস্তি ভোগ করার পর বেহেশতে যাবার অনুমতি পাবে।

সার-সংক্ষেপ

দোযখ অতীব ভয়ানক বিভীষিকাময় শাস্তির ও দুঃখময় এবং যন্ত্রণাদায়ক স্থান। এর নাম শুনলেই শরীর শিউরে ওঠে। এটা একটি ভীষণ জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড। আল্লাহর নাফরমান, বেঈমান, মুনাফিক, কাফির, মুশরিক, পাপাচারী, তথা দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তির স্থান হলো এ জাহান্নাম। সেখানে এদের জন্য থাকবে শাস্তির হাজারো রকমারি ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি শাস্তিই হবে ভীষণ থেকে ভীষণতর। বিভিন্ন পাপের জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির শাস্তির যে ব্যবস্থা হবে মহানবী (সা) মি'রাজের রাতে জাহান্নামীদের পরিদর্শনে গেলে জিব্রাইল (আ) সেগুলো তাঁকে দেখিয়েছেন।

আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতার কথা সদা স্মরণ রেখে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত পথে জীবন পরিচালনা করে জাহান্নামের শাস্তি হতে নাজাত পাবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১১.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক উত্তর-প্রশ্ন : ভুল থাকলে সঠিক তথ্যটি লিখুন-

১. দোযখ ফারসি শব্দ এর আরবি হচ্ছে- 'নার' ও জাহান্নাম আর এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে নরক।

২. যাদের পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে তারা দোযখে যাবে।

৩. নারকীদের মধ্যে যারা কাফির ও মুশরিক হবে, তারা কিছুদিন শাস্তি ভোগ করে পুনরায় জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে।

৪. যাদের হৃদয়ে অণু পরিমাণ ঈমান রয়েছে বলে প্রমাণিত হবে, তারা পাপানুযায়ী শাস্তি ভোগের পর বেহেশতে যাবার অনুমতি পাবে।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. দোযখের পরিচয় দিন।

২. দোযখের স্তরসমূহ কী কী লিখুন।

৩. দোযখের শাস্তির বর্ণনা দিন।

৪. দোযখবাসীদের খাদ্য ও পানীয়ের বর্ণনা দিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-১১

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন

১. আখিরাত জীবনের পরিচয় দিন। আখিরাত জীবনের কয়টি পাঠ এবং আখিরাত সম্পর্কে বিশ্বাসসমূহ লিখুন।

২. বেহেশত কী? বেহেশতের স্তর কয়টি ও কী কী? বেহেশতের সুখ-শান্তির বিবরণ দিন।

৩. দোযখ বলতে কী বোঝায়? দোযখের স্তর কয়টি ও কী কী? দোযখের শাস্তির বিবরণ দিন।